২২-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন দাঁড়িয়ে তে-মাথার মোড়ে। যার একদিকে রয়েছে দুঃখধাম, অপরদিকে শান্তিধাম এবং তৃতীয় দিশায় সুখধাম। এবার তোমাদেরকেই তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোনদিকে এগোবে তোমরা"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কোন্ নিশ্চয়তার আধারে তোমরা সদা হর্ষিত থাকতে পারো ?

উত্তর :- সর্বাগ্রে নিশ্চয়তা দরকার, এখন আমি কার সন্তান। বাবার বাচ্চা হবার পর কোনও বেদ-শাস্ত্র, ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক ইত্যাদি পাঠের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয় নিশ্চয়তা-একমাত্র আমাদের এই বর্ণই সর্বশ্রেষ্ট, অর্থাৎ দেবতা-কুল! যে স্মৃতি সমগ্র কল্প-চক্রেই স্মরণে থাকবে। বাবার আর চক্রের স্মৃতিতে থাকতে পারলেই সদাকাল হর্ষিত থাকা যায়।

গীত :- কেউ আমাকে আপন করে নিয়ে শেখাল হাসতে, তপসাচ্ছন্ন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শেখাল সে বাঁচতে

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমাদের প্রথম খুশীর কারণ- এখন তোমরা কার সন্তান। এমন কথা মোটেই মনে আনবে না, আমি অমুক গুরুর শিষ্য। এখানে বাবা আর সন্তানের ব্যাপার। দেহের ভাবকে ত্যাগ করতে পারলেই বাবার সন্তান হওয়া যায়। বেদ-শাস্ত্র, ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক ইত্যাদি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনই নেই। যখন থেকে বাবার বাচ্চা হিসাবে স্বীকৃতি পেলে, তখন থেকেই তুমি বাবার অবিনাশী সম্পত্তির ওয়ারিশান বাচ্চা হলে। যেহেতু সম্বন্ধ-সম্পর্কের ব্যাপার এটা। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, বাস্তবে অন্যদের চাইতে তোমরাই সর্বাগ্রে পারলৌকিক বাবা শিববাবার বাচ্চা পরিগনিত হও। তোমাদের প্রথম পরিচয় আত্মা, তারপর তোমরা এই শরীর পাও। শরীর-ইন্দ্রিয় পাবার পরে সঙ্গমে আবার তোমরা অসীম-বেহদের বাবাকে পেয়েছো। উঁনি স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। তাই তো তোমরাও বলো-বাবা, আমরা তোমারই, আমাদের অন্য কারও সম্বন্ধই নেই। এই রীতিতেই বাবার বাচ্চা হও। বাবাও জানান-উঁনি কোনও গুরু-গোঁসাই নন। সাইন-বোর্ডেও ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের নামই লেখা থাকে, অতএব তাদের বাবাও কেউ থাকবে অবশ্যই। এখানেই তো সম্বন্ধের বিষয়টা পরিস্কার হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আবার মা-বাবার সম্বন্ধও তো চাই। যেখানে বাচ্চারাই গেয়ে থাকে - "তোমরা মোদের মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমাদের .....!" জানবে, এটাই আত্মাদের অবিনাশী স্মরণ। প্রকৃত সন্তান হতে পারলে তবেই তো উত্তরাধিকারে অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সার দাবীদার হবে তোমরা। এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা সেই মাতা-পিতারই আপন হয়েছো। শিববাবার বাচ্চা যখন হয়েছো, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাবাকে আর ওনার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সাকেও স্মরণে রাখতে হবে। এখানে কেবল প্রয়োজন নিশ্চয়তার। বাবার সন্তান যখন হয়েছো, একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকো।

বাবা বলছেন- ওনাকে তেমন ভাবে স্মরণ করলে তুমিও লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারো। কত সহজ পুরুষার্থ এটা। অবশ্য এর জন্য হতে হবে বিশাল-বুদ্ধিধারী। বিশেষ কিছু করতে বলেন না বাবা, কেবল নিজের কুলের বিষয়ে জানান, কি পদ্ধতিতে বি.কে-দের ৮৪-জন্মের চক্রে আসতে হয়। বেদ বা শাস্ত্রদি এসব পঠন-পাঠন থেকে মুক্ত! কেবলমাত্র লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে হয়। বুদ্ধিতে অবশ্যই রাখতে হবে, সৃষ্টি চক্রের অবিনাশী চিত্রপট কিরূপে অবিরাম ঘুরে চলছে। যার

আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারলেই উচ্চ থেকে অতি উচ্চ পদে আসীন হতে পারবে ও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারও লাভ করতে পারবে। বাবাও তোমাকে বানিয়ে দেবেন, সদাকালের হর্ষিতমুখ চেহারা। যদিও অতি সহজ কথা, তবুও কিন্তু তা ভুলে যাও। কিন্তু এই ভুলে যাওয়ার কারণটা কি ? বাচ্চা তার মা-বাবাকে তো কখনই ভোলে না। অতএব, বাবা আর ওঁনার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সাকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকলে সর্বদাই হাসি-খুশীতে থাকতে পারবে। কেউ যখন কোনও দুঃখে পড়ে, তখন তো সে তার বাবাকেই স্মরণ করবে। নিশ্চয় বাবা পূর্বে কখনও সুখ দিয়ে থাকবে। কেউ কখনও ব্যাথা পায়, বলে - ওহ্ বাবা, হায় ভগবান.....! এভাবেই জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবলই হায়-হায়ই করেই আসছো। কিন্তু এখন তো বাবা কত সহজ ভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলছেন। যদিও তোমার তেমন সুস্বাস্থ্য নাই বা থাকে, যতই রোগের শিকার হও না কেন, তবুও তুমি সেবা করতে পারো অনায়াসেই। যেমন অসুস্থ কারওকে লোকেরা বলে- "রাম-রাম স্মরণ করতে থাকো", তেমনি তোমরাও লোকেদের বলতে পারো-"শিববাবাকে স্মরণ কর।" যে ভাবেই হোক শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত। এমন কি তুমি তোমার মৃত্যুসয্যাতেও অন্যদেরকে এই জ্ঞান শোনাতে পারো। বলবে, তেমরাও তো সেই পরমাত্মারই সন্তান, তাই ওনাকেই স্মরণ কর। যেখানে শিববাবা অসীম-বেহদের বাবা, অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা একমাত্র উঁনিই দিয়ে থাকেন। সেবাধারী বাচ্চা নিজের মৃত্যুমুখেও অন্যদের বাবার জ্ঞান শোনান। এমনটা মোটেই নয় যে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে বলে মুখ বন্ধ থাকবে। সর্বদাই কিছু না কিছু জ্ঞান-রত্নের বর্ষণ যেন হতেই থাকে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এলে তাদেরও পরমাত্মাকে স্মরণ করতে বলো। যেহেতু একমাত্র উঁনিই সবার রক্ষাকর্তা। অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা একমাত্র ওঁনার থেকেই পাওয়া যায়।

লৌকিকে উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ তো কেবল পুরুষরাই পায়। কিন্তু কন্যারা যে ব্রাহ্মণদের চাইতেও শতগুণে উত্তম। শিববাবার দান তারাই সর্বাগ্রে পায়, যারা পবিত্র থাকতে পারে। কন্যারাই অধিক পবিত্র। এই কারণেই তো কন্যাদানের রীতি-রেওয়াজ। যে দানকে মহৎ-দান ভাবা হয়। বাস্তবে তা কিন্তু দান নয়। প্রকৃত দান তো এটাই - নিজের কন্যাকে শিববাবাকে দেওয়া, স্বর্গ-রাজ্যের মহারাণী বানাবার জন্য। অবশ্য কন্যাও তেমন হওয়া দরকার, যথেষ্ট পড়ালেখা জানা, যে নিজের দৈবী-কুলের হবে, বলার সাথে সাথেই যে সবকিছু বুঝতে পারবে ও সেবাধারীও হবে। এখানে তো আর কোনও শিশুর পরিচর্যা করতে হয় না। একথা অন্যদের বোঝানোটা খুবই সহজ ব্যাপার -"শিববাবাই প্রকৃত অসীম-বেহদের বাবা।" সামনে চিত্র রেখে বোঝাতে হবে, লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে এমন সৌভাগ্যশালী হয়। সেই আশীর্বাদী-বর্সা তারা পায় কোত্থেকে ? কত সহজ এই অমূল্য উপার্জন। বোঝাবার জন্য বাবা বড় বড় চিত্রও বানিয়ে দেন। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের অন্তিম পর্ব এখন। তোমাদেরও ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। এখন আবার বাবার সাথে আপন ঘরে ফেরার পালা, সেখান থেকে নতুন দুনিয়ায়। এই বাবা-ই সেই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনিই তোমাদের সেই দুনিয়ার মালিক বানান। অন্যদের বলো- এসো, সেই পদ্ধতি জানাই কিভাবে অসীম-বেহদের বাবার থেকে সদা কালের সুখের বর্সা পেতে পারো। প্রথমেই তাদের বোঝাতে হবে, "আমি আত্মা।" এই আমি আত্মাই খাই, চলাফেরা করি-এই অভ্যাসেই অভ্যাসী হতে হবে। নিজের দেহ-অভিমানকে কাটাতে হবে। দেহের করণেই লৌকিক সম্বন্ধের আত্মীয় স্বজনকে মনে পড়ে। কিন্তু দেহী-অভিমানী হলে তখন কেবল পারলৌকিক বাবাই স্মরণে আসবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে একথা স্মরণে রাখতে হবে - আমি কেবলই আত্মা।

একমাত্র বাবার শ্রীমৎ-এই চলতে হবে। এই শ্রীমৎ যে পরমাত্মা-শিববাবার, তাই নিজেকে আত্মা এই স্মরণে থাকতে হবে। যদিও তা কষ্টসাধ্য, কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী যে হতে পারছো। অল্পতে খুশী হলে চলবে না। যদিও স্বর্গ-রাজ্যে তো যাবেই। প্রকৃত সন্তান সে, যে একমাত্র বাপদাদার স্মরণেই থাকে। এছাড়া অন্য কেউ (বিপিতা) যদি স্মরণে আসে তবেই বৈমাত্রেয় হয়ে যাবে। অনেকের আবার উভয়কেই স্মরণে আসে। মনে রাখতে হবে, একমাত্র এই বাবা-ই অবিনাশী স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার দিতে পারেন। যদিও দুই কুলই কুল, ঐ কুলের দ্বারা কেবল দুঃখ-ই দুঃখ, যা ক্ষণভঙ্গুর সুখ, তাও অল্প কালের। এখন তোমরা নিজেরাই তা ভেবে দেখো- এদিকে, পারলৌকিকের দিকে যাবে,- নাকি ওদিকে, লৌকিকের দিকে যাবে ? বুদ্ধিমানেরা বলবে, অবশ্যই পারলৌকিক বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবো, যেদিকে গেলে স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া যায়, তাই সে দিকেই কেনই বা যাবে না তারা ? এজন্য কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়। তবেই তো পারলৌকিক বাবার প্রকৃত সন্তান হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারো। আর ওদিকে তো কেবল নরক-রাজ্যের মালিক হতে পারো। এবার তোমাদের আত্মাই তা বলবে, বুদ্ধির যোগ কোথায় লাগাবে ? শন্তিধামে নাকি সুখধামে অথবা অন্য কোথাও ..... কিন্তু এমনটা মোটেই হওয়া উচিত নয়- আবারও সেই দুঃখধামেই। যেখানে জন্ম-জন্মান্তর কাটালে। এবার নিশ্চয় তোমরা পারলৌকিক বাবাকে আর ছাড়বেই না।

বাচ্চারা, এখানে তোমরা স্বয়ং বাবার সামনেই বসে আছো। এখানে কারও কোনও লৌকিক সম্বন্ধ নেই। তাই তোমাদের বুদ্ধিও চায়, বাবার সাথে মুক্তিধাম-শান্তিধামে যেতে। খুব ভোরে উঠে এভাবে বিচার সাগর মন্থন করাটা বড়ই মজার। নরকের দিকে গেলে মায়ার ধোকা তো খেতেই হবে। অতএব স্থির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু তোমরা এমন এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আছো, যার একদিকে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, অপরদিকে আগামী ২১-জন্মের সুখ। তাই বাবা জানাচ্ছেন - ওঁনাকে স্মরণ করতে, যেহেতু যেতে তো হবে ওঁনার কাছেই। তেমনি মায়াও তার দিকে নেবার ইশারা করে। এখন তোমাদের তা ভাবতে হবে, যাবে কোনদিকে। নরকেরও বিনাশ আসন্ন। উভয় তরফের দিশাই তো পেয়ে গেছো। এ যেন ঠিক T -এর মতন তিন রাস্তার তে-মাথার মোড়। যার একটি দিক মুক্তির, অপরটি জীবনমুক্তির তৃতীয়টি নরকের। যেন তিন নদীর সঙ্গমস্থল, সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এই তে-মাথার মোড় থেকে আর পিছনে ফেরা যায় না।

বাচ্চারা, তোমাদের দুঃখের গলি থেকে বের করে এনে এই তে-মাথার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাবা। জন্ম-জন্মান্তর এই দুঃখ-ধামে কাটিয়ে এবার এখানে এসেছো। সুতরাং তোমাদের মন-বুদ্ধিই চাইবে মুক্তি-জীবনমুক্তির দিকে যেতে। সেখানে যাচ্ছো, বসে থাকার জন্য নয়। আবার এমনও নয় যে, তুমি তোমার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছো। ড্রামা অনুসারে যে আসতেই হবে, আবারও পতন হবে। তারপর মশার মতন ঝাঁকে-ঝাঁকে মরতেও হবে। এতসব দুঃখ-কষ্ট যেখানে ভোগ করেছো, সেখানে সুখেরও ভোগ করা উচিত। ড্রামাতে বাবা তার সমতাও রেখেছেন। আর যাদের অভিনয়ের পার্ট সামান্য, এক বা দুই জন্মের জন্য, তারা গেল। তোমরা এখন তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে, যার একদিকে শান্তিধাম, অপরদিকে সুখধাম। যদি শান্তিধামেই যেতে আগ্রহী হও, তবে কেবল শান্তিধামকেই স্মরণে রাখো। মুক্তিকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। যারা পরে আসবে তারা যদি মুক্তিধামকে বেশী করে স্মরণ করে, তারাই তখন মুক্তিধামে বেশী সময়কাল থাকতে পারবে। অতএব, তোমাদের উচিত জীবনমুক্তিধামকে স্মরণ করা। যাতে শীঘ্রাতিশীঘ্র স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারো, যারা চায় মুক্তিতে থাকতে। আচ্ছা, একমাত্র এই বাবাকে যদি লাগাতার স্মরণ করতে

থাকো, এতেও কল্যাণ হবে। আর যদি নির্বাণধামে থাকতে চাও, সুখধামে আসতে অনাগ্রহী হও, সেক্ষেত্রে ভাববে, সেখানে তোমার পার্ট নেই। অর্থাৎ তুমি যে তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে সুখধামের দিকে যাবার লক্ষ্য তোমার। যাই হোক্, পুরুষার্থ করতে থাকো।

তোমাদের এই প্রকৃত যোগ প্রক্রিয়া লোকেদের খুব পছন্দ। আচ্ছা, লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তা করতে পারলে স্বদর্শণ চক্রকেও স্মরণে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। এই জ্ঞান সকল ধর্মের জন্যই। এটাই মনে করবে, আবারও ড্রামা অনুসারে যে যেই পদ পাবার সে সেটাই পাবে। মুক্তিধামে যেতে চাইলে, লাগাতার বাবাকে স্মরণ করো। তাতেই তুমি সদাই সুখী থাকবে, কারণ সেখানে সুখও আছে, শান্তিও আছে। যে যেদিকের তার তেমন বর্সাই নেওয়া উচিত। সবারই মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা এই এক বাবাই। এক বা দুই জন্ম নেবার থাকলে, সেক্ষেত্রেও সুখ ও দুঃখ দুটিরই ভোগ হয়। কিন্তু তা যেন, মশা এলো আর মারা গেল। সেই জীবনকে অমূল্য জীবন বলা যায় না। তোমারা সদাই হর্ষিত থাকো। যেহেতু লাইট-হাউসের মতন দাঁড়িয়ে আছো তাই তোমরাই অন্যদের দিশা দেখাতে পারো। মুক্তিধামেই যাও বা জীবনমুক্তিধামে, উভয়কেই স্মরণ করবে। কুমারীদের জন্য তো তা খুবই সহজ, তাদের সিঁড়িতে উঠতেই হয় না। অল্প বয়সেই পড়াশুনা করা ভাল, তাতে বুদ্ধি বাড়ে। অন্য কিছু স্মরণে আসে না। ফলে কুমারীদের বিশেষ কিছুই করতে হয় না। কেবলমাত্র এই পাঠে মনোযোগ দাও, তাতেই ভবসাগর পার হয়ে যাবে।

এসব কথা বেহদের বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন, যিনি তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানান। সেই অনুযয়ী-ই চিত্র বানাবে। যেখানে বাবা স্বয়ং বলছেন, এই পাঠের দ্বারাই তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। নাটক এখন শেষের পর্যায়ে। এদিকে মানুষেরাও ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে এখনও। একমাত্র তোমরাই আলোর দিশা পেয়েছো। বাবা এসে সেই ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। জাগানো অর্থাৎ আত্মার বুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া। "বাচ্চারা জাগো, সুখধামের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করো।" যারা এই কুলের হবে, তারা অবশ্যই আসবে, এভাবে তা বৃদ্ধিও পেতে থাকবে। তোমাদেরও অনেক প্রজা হবে। কিন্তু তার কোনও পাকা হিসাব করতে পারবে না। কারণ, কেউ অনেকদিন ধরে আবার কেউ বা অল্পদিন শুনেই আর আসে না। কেউ বড় মালায়, কেউ ছোট মালায়, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি- এমনও তো হবে অনেকে, তাই তারা আর প্রজার গুনতিতে আসবে না। মুখ্য ব্যাপার হলো সূর্য-বংশী মহারাজা-মহারাণী কারা হবে। তেমনি চন্দ্রবংশীতে কারা যাবে। তাদের প্রজা কত হবে। কল্প-বৃক্ষের সমগ্র ঝাড়, তার ডালপালা অর্থাৎ সকল ধর্মের লতা-পাতা কিভাবে বিস্তার লাভ করে। যা এখনও বিস্তার লাভ করেই চলেছে। এভাবেই নিরাকারী দুনিয়া একেবারেই খালি হয়ে যাবে। তারপর হবে বিনাশ। ভয়ানক লড়াইতে কোটি-কোটি, অসংখ্য লোক মারা যাবে। এখানেও অনেকে মারা পরবে। তারপরে সত্যযুগে অল্প কিছু লোক এসে রাজত্ব করবে। এখন যেখানে এখানে এত অধিক সংখ্যায়, যাদের অন্নের সংস্থানটুকুও নেই।

বাচ্চারা, বাবা আসেন কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই। শরীর নির্বাহের জন্য নানা কর্মও করতে হয় তোমাদের। তাই প্রতিটা মুহূর্তেই বাবার থেকে পরমর্শ নিতে থাকবে। যেহেতু প্রত্যেকেরই কর্মফলের হিসাব-নিকাশ আলাদা-আলাদা। অবিনাশী সার্জেনের শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। বাবা সবাইকে যার-যার ঔষধ বলে দেবেন। যেমন উঁনি বুঝিয়ে থাকেন- এই দুনিয়া তো এখন মৃতবৎ-ই। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই ভবসাগর পার হয়ে যাবে। বাবার আসার কারণই হলো, নরকের

বিনাশ করে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করা। অন্যদেরকেও তা জানাও, শ্রী শ্রী-র থেকে পাওয়া শ্রীমৎ তাদেরকেও দাও। তাই আবারও বাবা বলছেন- বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করলে তবেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবার প্রতি আগ্রহ রাখতে হবে। অসুস্থ থাকলেও বাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে এবং অন্যদেরকেও তা মনে করাতে হবে। সর্বদাই কথা বলার সময় যেন জ্ঞান রত্নের দান করতে পারো।

২) পাকাপাকি ভাবে বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে অর্থাৎ একমাত্র বাবার স্মরণেই লাগাতার থাকতে হবে। খুব ভোরে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। অন্য কিছু যেন আর স্মরণে না আসে।

বরদান :- স্নেহ আর ভাবনার বন্ধনে ভগবানকে বেঁধে রাখার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে প্রসংসার যোগ্য হও।

বিস্তার :- ভক্তি-মার্গে একথা প্রচলিত আছে যে, গোপীনীরা ভগবানকেও তাদের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। যা ছিল স্নেহ আর ভাবনার বন্ধন। যাকে চরিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা তোমরা এই সময়ে অসীম-বেহদের কল্পবৃক্ষকে স্নেহ আর ভাবনার দড়িতে বাবাকে বেঁধে ফেলেছো। যার গল্প-গাঁথা ভক্তি-মার্গে প্রচলিত। তার পরিবর্তে বাবাও স্নেহ ও ভাবনার দুই দড়ির বদলে হৃদয় সিংহাসনের আসনে দোলনা বানিয়ে বাচ্চাদেরকেই দেয়। যাতে সেই দোলনায় সদাকাল দোল খেতে পারো।

স্লোগান :- প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যে নিজেকে মোল্ড করতে পারে, সে হলো প্রকৃত গোল্ড।